শ্রী রামচন্দ্র মিশন

ECHOES
ইন্ডিয়া
নিউজ্‌লেটার

গুরুদেবের সংবাদ

সম্পাদকের মন্তব্য

যেমন যেমন আমরা আমাদের প্রিয় গুরুদেব চারিজীর প্রয়াত হবার বাস্তবিককে গ্রহণ করছি, তেমন তেমন আমরা উনার উত্তরাধিকারী শ্রদ্ধেয় কমলেশজীকে আরও বেশী করে জেনে নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যেও আছি । তিনি নিজের কাজকে অগ্রগতি আনতে একটুও সময় নষ্ট করেন নি । ঐ ব্যবস্থাগুলোতে পরিবর্তন আনতে হবে যার মাধ্যমে অভ্যাসীরা ওনার সম্মুখীন হতে পারেন এবং সাথে সাথে মিশনের জন্য কাজও করতে পারেন ও সাধনার প্রতি নিজেদের কেন্দ্রিভূত করে রাখতে পারেন । সহজ সন্দেশের মাধ্যমে ওনার দেওয়া সংবাদগুলো আমাদের অনেক সুবিধে করে দেয় এবং মিশনের প্রতি ওনার দূরদৃষ্টির ঝলক পাওয়া যায় । ফ্রান্সের যাত্রা এবং নিউজার্সির সভা মিশনের কার্যকলাপে আগেই অনেক পরিবর্তন এনেছে । সংবাদ পত্রিকার এই সংস্করণে আমরা ওনার নিউজার্সি যাত্রা ও ওখানে দেওয়া বক্তৃতার মুখ্যবিন্দুগুলোকে তুলে ধরেছি ।

মন্টপেলিয়ার, ফ্রান্স– ৭ জানুয়ারী ২০১৫

১লা জানুয়ারী– এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা পাবার পর স্থানীয় অভ্যাসীরা যতজন ভ্রাতা ও ভগিনীকে পারলেন তাদের একত্র করে ওনাকে (কমলেশ ভাইকে) অভিনন্দন জানালো, ২৫ ঘন্টা পর ৮০০জন অভ্যাসীদের জন্য যারা সপরিবারে ফ্রান্স এবং প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের জন্য একটি স্থান পাওয়া গেল ।

সকাল ৭.৩০ টায় কমলেশজী ওনার দেওয়া, তিনটি সৎসঙ্গের মধ্যে প্রথমটির পরিচালনা অন্তত প্রার্থনাময় বাতাবরণে করলেন । তারপর আমাদের পর্থপ্রদর্শন করে বললেন:

"...অতএব দয়া করে নিজেদের ভাবনার কন্ঠরোধ করবেন না । যদি আপনি গুরুদেবের কথা ভেবে এক মুহূর্তের জন্য খুশী পান, তাহলে খুশী হন যদি আপনি ওনার অবর্তমানে দুঃখ অনুভব করেন তাহলে দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে কোন দোষ নেই । নি:সঙ্গ হৃদয় নিয়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সাথে, প্রসন্ন হৃদয়ে নিয়ে আমরা সবসময় ওনাকে মনে করতে পারি । ওনাকে পাওয়া এখন আরও সহজ এবং উনি আমাদের মধ্যে মিশে আছেন । এখন আমাদের কাজ হল যে কিভাবে আমরা নিজেকে তারমধ্যে মেশাবো । এটা সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভর করে এবং আমি প্রার্থনা করি যে আমরা এই মিশে যাওয়ার অবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি পারি তত ভাল । এটাই বাবুজী মহারাজ চান, এটাই গুরুদেবও চান, এটাই ওপরের যারা আছেন তাঁরা চান ওনার সার্বিক উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে যাওয়া এবং এটাকেই আমরা বলি ঈশ্বরের সাথে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হওয়া । প্রার্থনার সাথে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ।"

উনি আরও বললেন যে, এতকম সময়ের সূচনায় এত বিশাল সংখ্যায় অভ্যাসীরা যে আসতে পেরেছেন সেই দেখে উনি গভীর ভাবে আবেগ প্রবণ হয়েছেন । উনি আমাদেরকে সারাদিনের আনন্দ ও একটি চমৎকারদিনের জন্য শুধু কৃতজ্ঞতা দিয়ে গেলেন না, এত বিশাল সংখ্যায় একত্রিত হবার জন্য ধন্যবাদও দিয়ে গেলেন !

গভীরতর ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনাময় প্রস্তাব

* রাত্রি ৯টায় সার্বজনীন প্রার্থনা– সারা বিশ্বের ভ্রাতা ও ভগিনীরা ভালবাসা এবং ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন এবং ওনাদের হৃদয়ে বাস্তবিক বিশ্বাস বেড়ে চলেছে।

* প্রত্যেক ভগিনী এবং ভ্রাতাদের মধ্যে সঠিক চিন্তাধারা, ঠিক বোঝাপড়া ও জীবনের প্রতি সত মনোভাবের বিকাশ হচ্ছে।

* আমাদের চারিদিকে প্রত্যেকটি জিনিস ঈশ্বরের স্মরণে গভীর ভাবে ডুবে যাচ্ছে।

* সব ভগিনী এবং ভ্রাতারা যারা সত্যি সত্যিই ঈশ্বরকে পাবার তীব্র ইচ্ছা রাখেন তারা আমাদের মহান প্রিয় গুরুদেবের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন। তাদের সবাইকে ওনার দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা এই প্রার্থনাই গুরুদেবকে সমর্পিত করি, "তারা সবাই যেন আপনার আশীর্বাদে উপকার পায়।"

৩০ ও ৩১ জানুয়ারী মুনরো আশ্রমে গুরুদেবের দেওয়া বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত। সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে *http://www.sahajmarg.org/literature/online/speeches/newjersey-20150130*

আমেরিকাতে ভান্ডারা

উত্তর আমেরিকার অভ্যাসীরা ২৩ ও ২৫ জানুয়ারী কমলেশজীকে তারা নতুন আধ্যাত্মিক গুরু এবং শ্রী রামচন্দ্র মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্বের সাথে কাছে পেয়ে খুব খুশী হলেন। হঠাৎ বসন্ত পঞ্চমীর উপলক্ষ্যে নিউজার্সিতে, কম সময়ের মধ্যে আয়োজিত ভান্ডারাটি একটি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১১০০জন অভ্যাসীদের মিলন স্থলে পরিণত হল। ৫০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল এই ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন।

ওখানের একটি হোটেলে সবাই একত্রিত হন, যেটি তিনদিনের জন্য আশ্রমে পরিণত হয়ে যায়। এই হোটেলের বল কক্ষটি একটি বিশাল ও ভব্য সাধনায় পরিবর্তিত হল। কমলেশজী ও বাইরে থেকে আশা প্রায় প্রত্যেকটি অভ্যাসী ঐ হোটেলে উঠেন।

শুক্রবার, বিকালে পাঁচটার সৎসঙ্গ দিয়ে অধিবেশনটি আরম্ভ হল। তারপর কমলেশজী তাঁর গুরুদেব চারিজীর আন্তরিক ভাবে সাধনা করার গুরুত্বের উপর একটি হৃদয় স্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। উনি বললেন যে চারিজী নিজের ডায়িরীতে সব কিছু খুলে লিখতেন এবং অভ্যাসীদের বললেন ডায়িরী লেখার সময় যেন নিজের প্রতি তারা শত থাকে। বক্তৃতার শেষে উনি অভ্যাসীদের শুক্রবার রাত্রির ৯টার সময়ের সিটিং–এর জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

শনিবার, বসন্ত পঞ্চমীর উৎসবের উপলক্ষ্যে কমলেশজী স্কাইপের মাধ্যমে সকাল ৭.৩০টার সময় টোরন্টো আশ্রমের উদ্বোধন করলেন। তারপর টোরন্টোতে একত্রিত হওয়া কানাডা ও আমেরিকা থেকে আসা ২০০ অভ্যাসীদের সম্বোধন করলেন এবং শেষে একটি চমৎকার সিটিং দিলেন।

সকাল নটার সৎসঙ্গের পর একটি ছোট বক্তৃতা দেবার পর কমলেশজী বেশ কিছু ঘন্টা নথীকরণ ডেস্কে বসলেন এবং এই বছরের শেষে লালাজীর জীবনের ওপর প্রকাশিত হবে, সেই বই–এর অডার নিয়ে প্রাক নথিকরণ করলেন। এর দরুন ক্রমাগত তিনি অভ্যাসীদের সাথে খুব আন্তরিকভাবে আলোচনা এবং হাসিঠাট্টা করলেন, পরে উত্তর আমেরিকা থেকে আসা প্রায় ১০০ জন অভ্যাসীদের সাথে দেখা করলেন। যাতে উনি গুরুদেবদের দ্বারা দেওয়া আদেশানুসারে মিশনের নতুন পরিবর্তনগুলির ব্যাখ্যা করলেন। এইগুলি কিছুদিন আগেকার উজ্জ্বল জগতের সংবাদেও বলা হয়েছিল।

এরপর তিনি আরও বললেন যেমন যেমন পরিবর্তন ঘটছে তেমন তেমন আধ্যাত্মিক ইচ্ছুকদের কাছে সরলভাবে যাওয়ার দরকার এবং তাদের সাধনার জন্য উৎসাহিত করা দরকার যাতে তারা নিজেরাই পরিবর্তন অনুভব করতে পারেন । এরপর ৮টার সময় নতুন অভ্যাসীদের সঙ্গে একটি সভা করলেন । রাত্রি ৯টার সৎসঙ্গ দিয়ে দিনটি শেষ হল ।

কমলেশজী রবিবার সকালের সৎসঙ্গের পর একটি প্রশ্ন–উত্তর পর্বের পরিচালনা করলেন । নতুন অভ্যাসী এবং নতুন গুরুর মধ্যে হৃদয় থেকে হৃদয়ের বন্ধন অনুভব করা গেল । বাতাবরণে ভালবাসা, হাসি, ধৈর্য্য, আনন্দ এবং তার সাথে সাথে গভীরতর সাধনা এবং আন্তরিকতার জন্য প্রতিজ্ঞার সঞ্চার হল এবং চিন্তাধারার দ্বারা গুরুদেবের সাথে ক্রমাগত যোগসূত্র বজায় থাকল । যেমন যেমন সভা এগোল অভ্যাসীরা কমলেশজীর মধ্যে চারিজীর প্রতিবিম্ব বাস্তবিক দেখতে পেলেন, এবং তারা এতই আবেগ প্রবণ হয়ে উঠলেন যে সভা শেষ হতে না হতে তাদের চোখে জল এসে গেল । একজন অভ্যাসী বললেন, " আমি হৃদয় থেকে অনুভব করছি, উনারা সবাই এক ।"

সভাস্থলটি ত্যাগ করার পর কমলেশজী স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে নিকটবর্তী মুনরো আশ্রমে গেলেন, সেখানে উনি তাদের একটি সিটিং দিলেন, এবং তাদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিজের বাড়ি ফিরলেন ।

সহজ সন্দেশ থেকে উদ্ধৃত
১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নিউজার্সি USA–তে আয়োজিত দুটি সভায় আমাদের খুব চমৎকার সময় কেটেছে– প্রথমটি ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারী এবং দ্বিতীয়টি ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি । দুটি সভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল । প্রথমে ২৭ জানুয়ারি আমার ফিরে আসার দিন নির্ধারিত হয় কিন্তু কিছু কাজ থাকার জন্য আমি রওনা হতে পারি নি । তারপর আমি ঠিক করলাম ৪ ফেব্রুয়ারি রওনা হবো, কিন্তু ফ্লু–এর জন্য তাও সম্ভব হল না ।

আমার স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে শেষ পর্যন্ত ৯ই ফেব্রুয়ারি রওনা হলাম এবং ১০ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে মানাপাক্কাম পৌঁছালাম ।

নিউজার্সিতে আয়োজিত দুটি সভাতে আমরা সাধনার বিভিন্ন দিক গুলির উপর চর্চা করলাম যা এখন সহজ–সন্দেশে উপলব্ধ । যে প্রার্থনাগুলি করতে বলা হচ্ছে সেইগুলি ঠিক মত করলে আমরা আরও গভীর ভাবে যুক্ত হতে পারবো । আমি নিশ্চিত যে যারাই এই প্রার্থনাময় প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবেন তারাই স্বীকারোক্তি পরিবর্তন দেখতে পারবেন ।

এই মুহূর্তে বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ২৫ জন ISAW সদস্য আছেন যারা প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । এই কার্যক্রমটি ১৫ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে । এছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১০০জন অংশগ্রহণকারী আছেন এবং তাদের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি বিশেষ কার্যক্রম চলবে ।

গুরুদেবের ভালবাসা ও আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করি ।

কমলেশ ডি. পটেল

"...অতএব শেষ পর্যন্ত যা ছোট ছোট জিনিস আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছিলাম সেটি একটা মাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । শুধু একটা মাধ্যম এবং গুরুদেবের সাথে ক্রমাগত যোগসূত্র রাখুন এর বেশী কিছু নয়, বাকি জিনিসগুলি শুধু এই মাধ্যমকে সহযোগ দেবার জন্য ও সশক্ত করার জন্য হওয়া উচিত । এরথেকে বাইরে যা আছে সেগুলি শুধু আমাদের উদ্যম বা গুরুদেবের সাথে যোগসূত্র কম বা কমজোরী করবে, আমাদের এটা বন্ধ করতে হবে, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ ও এটাকে ঠিকভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে উপযুক্ত ভেদ করার ক্ষমতা আমাদের হওয়া দরকার ।"

কমলেশজী
২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মুনরো আশ্রম

পূজ্য লালাজীর ১৪২তম জন্ম উৎসব

পূজ্য লালাজী মহারাজের ১৪২তম জন্ম উৎসব তিনদিনের একটি ভান্ডারা মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আশ্রমগুলিতে পালন করা হল। সকালবেলা প্রচন্ড ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও আশে পাশের কেন্দ্রগুলি থেকে বড় সংখ্যায় অভ্যাসীরা নিকটবর্তী আশ্রমে এই পাবন উৎসবটিতে যোগ দিতে উপস্থিত হলেন। আশ্রমগুলিতে এই দিনে অভ্যাসীরা বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিলেন, লালাজী মহারাজের জীবন এবং উপদেশগুলি বার্তালাপ,নিয়ম, চরিত্র গঠন, আত্ম অন্বেষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা হল, শিশু ও যুবকরা লালাজীর জীবনের উপর লঘুনাটীকা, নৃত্য এবং সংঙ্গীত–এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে উৎসবটিকে আরও রঙিন এবং অবিস্মরণীয় বানালো। ভান্ডারাটিতে সবাই–এর জন্য গুরুদেবের দৈবিক আশীর্ব্বাদে ডুবে যাওয়ার একটি উপযুক্ত সুযোগ করে দিলেন। ইকোজের দলটি বিভিন্ন কেন্দ্রে আয়োজিত উৎসবগুলির সংবাদ একত্রিত করলেন। এর মধ্যে কিছু কিছু কেন্দ্রের ছবি নিচে দেওয়া আছে।

Allahabad

Bubaneswar

Jodhpur

Erode

Ghaziabad

Kolkata

Jaipur

Sonepat

Payyanur

Kharagpur

Hubli

Vadodara

Meerut

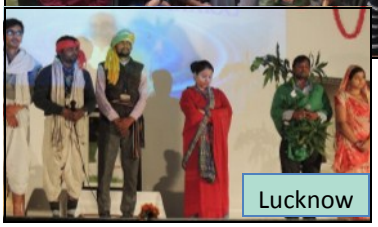
Lucknow

Madurai

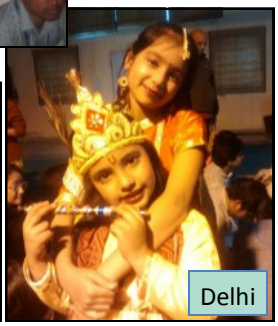
Delhi

Tiruppur

ইউ–কানেক্ট কার্য্যক্রম

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সূচনা হওয়ার পরে, আত্ম উন্নতি কার্যক্রমের অন্তর্গত ইউ–কানেক্ট উদ্যোগ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করছে । সম্প্রতি নতুন কার্যপ্রণালী ও পরামর্শ গ্রহণের সাহায্যে এতে অংশগ্রহণ এবং জড়িত থেকে গুরুদেবের কাজের পরিধি অনেকাংশে বেড়েছে ।

প্রসারিত সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন সূচীর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে । আমরা ইউ–কানেক্ট কাজের সমন্বয়কারী, উপস্থাপক, এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কে অনুরোধ তারা যেন সকলে এ সমস্ত পরিবর্তনের ব্যাপারে নিজেদেরকে অবহিত রাখে ।

ইউ– কানেক্ট সংস্থাকে ১৫টা আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তার সাথে যুক্ত সমস্ত আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের নিজ নিজ ZIC (অধিকর্তা) ও CIC-র (কেন্দ্র অধিকর্তা) সঙ্গে এই কাজে যুক্ত থাকেন ।

আমরা মানাপাক্কামে ইউ–কানেক্ট কার্যক্রমের জন্য একটি সহযোগী দল তৈরী করেছি । যার দ্বারা প্রশিক্ষণ এবং ক্রমোনুয়ন করা যায় । বর্তমানে আমরা উপাদান গুলি হিন্দী অনুবাদ করছি ।

এই কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য নিচে বর্নিত সাইটে অংশ নিন : http://www.sahajmarg.org/resources/programs/uconnect

গত কয়েক মাস যাবৎ অনেকগুলো, কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ।

সুরাট–গুজরাট, প্রায় দু বৎসরের বেশী ধরে মালিবা ক্যাম্পাসে ইউ–কানেক্ট কর্মসূচী শুরু হয়েছিল । প্রথম আত্ম উন্নতি কার্য্যক্রমে (SDP) ২৫০ জন প্রশিক্ষক সদস্য অংশ নেয় । এখন পর্যন্ত ১০০ জন প্রশিক্ষককে নিয়মমাফিক ভাবে ধ্যান করার ব্যাপারে অবহিত করানো হয় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন প্রশিক্ষক রবিবার বিকেলে সংঘবদ্ধ ভাবে ধ্যান শুরু করে । দু–বছরের বেশী সময় ধরে SDP কার্যক্রম প্রায় ৮টি কলেজে

Siliguri

অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী সহজ মার্গ পদ্ধতি শুরু করে । ছোট ছোট দল করে ছাত্র–ছাত্রীদেরকে নিয়ে সাপ্তাহিক দিন গুলোতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয় । ইউ –কানেক্ট কার্যক্রমের অন্তর্গত ধ্যান করার জন্য স্থানের ব্যবস্থা করার কথা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় । ফলস্বরূপ একটি ধ্যান কক্ষ ১৭ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় । SHPT সম্প্রতি কিছু বই গ্রন্থাগারে প্রদান করে ।

পুনে মহারাষ্ট্রে গত ১লা জানুয়ারী তারিখে একটি বিশেষ একদিনের কর্মশালা ভারতীয় রেল আধিকারিকদের জন্য Indian Railway Institute of Civil Engineering (IRICEN), পুনেতে অনুষ্ঠিত হয় । এই কর্মশালা পরিচালনা করেন ভাই হারশাল জাওয়ালে এবং মূল্যবোধ ও আচরণ বিধির ওপর জোর দেওয়া হয় ।

বিদিশা, মধ্যপ্রদেশে গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ইউ–কানেক্ট দল স্থানীয় সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে এক SDP অনুষ্ঠান শুরু করে যাতে ১০০জন ছাত্রী ও ৯০জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করে ।

এছাড়াও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, ইন্দোর, রাজস্থান এবং সিকিম প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হয় । অনেক কেন্দ্রতেও ইউ–কানেক্টর কর্মসূচী চালু রয়েছে ।

Maliba

Vidisha

সারা ভারতে রচনা লেখা কার্যক্রম – ২০১৪

এই বছরের অনুষ্ঠান SRCM এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সূচনা বিভাগ (UNIC) ভারত বর্ষ ও ভূটান অংশীদারীর দশ বছরে পূর্ণ করলো আন্তর্জাতিক যুবা দিবসকে স্মরণের মাধ্যমে সারা ভারত রচনা লেখা কার্যক্রম দিয়ে। শ্রেনী বিভাগ ১ এর রচনার বিষয় ছিল (ক্লাস ৯ থেকে ১২) শেক্সপিয়ারের এক উদ্ধৃতি 'This above all: to thine own self be true' শ্রেনী বিভাগ ২ (স্নাতক পূর্ববর্তীএ থেকে স্নাতক পরবর্তী ছাত্র সমূহ) রচনার বিষয়বস্তু কিছুটা একই রকম 'To be Truthful is to be human' অংশ গ্রহণকারী দুই শ্রেণীবিভাগের ছাত্রদের বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা ও অনুসন্ধান খোলাখুলি করার পর তাদের নিজস্ব হস্তাক্ষরে রচনা লেখার প্রাথমিক কপি জমা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে বলা হয়। যদিও SRCM এর তরফ থেকে যোগদানে উৎসাহী প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র সমূহ বলা হয় তথাপি পরিসংখ্যাদের ওপর জোর দেওয়ার ব্যাপার ছিল না। যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে যোগদানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বছর ৯৮৪১ বিদ্যালয়গুলোর থেকে ১,৬৪,৪৭৫ জন ছাত্র–ছাত্রী শ্রেণীবিভাগ একে এবং ২১,২৭৬ জন কলেজের ছাত্র প্রায় ২০১৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষার্থী শ্রেণীবিভাগ দুইয়ে যোগদান করে। অংশগ্রহণকারী মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৫,৭৫১ জন ছাত্র–ছাত্রী এবং ১১,৮৫৭ প্রতিষ্ঠান সমূহ।

রচনার দুই বিভাগের প্রথম স্থান এই প্রথমবার একই ভাষায় তেলেগু থেকে নির্বাসিত হয়। এস. দিয়া নিশি দশম মানের ছাত্রী। Good Shepherd English Medium School,নান্দিয়াল শ্রেণী বিভাগ ১ থেকে এবং তাদি সুজয় কিরণ, MBBS ফাইনাল পরিক্ষার্থী রাজীব গান্ধী ইন্সটিটিউট অফ মেডিকল সায়েন্স, শ্রী কাকুলাম শ্রেণীবিভাগ দুই থেকে পুরস্কার ট্রফি জিতে নেয়।

দুই শীর্ষ স্থানাধিকারীদের রচনার প্রতিলিপি SRCM ওয়েবসাইট: www.sahajmarg.org/essay–event তে দেওয়া হয়। সাথে অন্য রচনাগুলোর অংশ বিশেষও দেওয়া হয়। প্রতি বছরের মত এইবারেও SRCM-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন হয় ও তাতে ব্যাপক সংখ্যায় অনেক অনেক অভিভাবক, শিক্ষক এবং পুরস্কার প্রাপকেরা যোগদান করে এবং মিশনের ব্যাপারে তারা অবহিত হয়।

Jodhpur

Tiruppur

Pali

Lucknow

Kolkata

Patna

Thiruchirapalli

Mysore

All India Essay Writing Event Prize Distribution Ceremony

Allahabad

Bikaner

Bijnor

Sri Ganganagar

Ujjain

Aurangabad

Paithan

Kovilpatti

Basavakalyan

Valliyur

Hubli

Aluva

Gulbarga

Lalpania

Madurai

North Paravur

Sitapur

Palakkad

Mumbai

Siliguri

Thiruchendur

Ranchi

যুবাদের প্রোগ্রাম

বিশাখাপত্তনম, আন্ধ্রপ্রদেশ

গত ১৭ই জানুয়ারী, তারিখে বিশাখাপত্তনমে কেন্দ্রে জোনাল যুবা অলোচনা সভা আয়োজিত হয় যাতে ৫০ জন যুবা অংশ নেয় বিষয় 'এক সাথে বেড়ে ওঠা' ভাই আদিনারায়ণ (ZIC AP1B), যুবাদের বলে যে তারা যেন সম্পূর্ণভাবে অহংবোধ বর্জন করে এবং সেবা কাজের তাৎপর্য ওপর জোড় দেয় তাতে ভালবাসার প্রসার ঘটে এবং নিয়মিত সাধনাতে উৎসাহিত করে।

যোগদানকারী সকলে বক্তব্য শোনে ও নির্বাচিত হুইস্পার মেসেজে যুবাদের বিষয়ে উপস্থাপনা দেখে। আর একটি দলবদ্ধ হওয়ার চিত্তাকর্ষক কার্যক্রমে তারা সকলে বিভিন্ন উপদলে হয়ে তাদের দলকে দেওয়া কাজ সম্পন্ন করে। মধ্যাহ্ন ভোজের পরের পর্বে Worldwide Webinar ক্রমের যুক্ত হয় এবং তা ৩.৩০মি. পর্যন্ত চলে। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি সকলে অতি উৎসাহিত হয় এবং অবগত হয় পথিবী ব্যাপী অভ্যাসীরা তাদের নিজস্ব গুণ গুলো উন্নীত করে কি ভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যেবেলার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটেএবং ভাই সপ্তমুকুলু সকলকে পরবর্তী ষষ্ঠমাসিক যুবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়।

হল্দওয়ানি আশ্রম, উত্তরাখন্ড

'পবিত্রতা ভাগ্যের জাল বোনে' (Purity Weaves Destiny) শীর্ষক– এর ওপর ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারী হল্দওয়ানি আশ্রমে সেই অঞ্চলে ৮২ জন যুবক যুবতীদের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন হয়। সম্মেলনটি উৎসবের বাতাবরণে শুরু হল, যাতে আশ্রমটিকে উল্লাস সহকারে সাজানো হল এবং ২৪ তারিখ সন্ধ্যে বেলায় একটি বহ্ন্যুৎসব আয়োজন করা হল। ২৫ তারিখ সকালে, ভাই বি,এস, ছুপাল (ZIC), অভ্যাগত সকলের কাছে বক্তব্য রাখেন। খেয়াল চর্চা বিষয়ের ওপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজ পরবর্তী সময়ে তা সঞ্চালন করেন মি. অনুপ সাহ, যিনি একজন প্রকৃতির বিখ্যাত আলোকচিত্রকর এবং পর্বতারোহী, জোর দেন যে কোন কাজের দায়িত্ব নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ওপর এবং ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করার জন্য। এ বিষয়ে আরও জোর দেওয়া হয় প্রতিদিনকার সাধনা ও চরিত্র গঠনের অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার ওপর। এছাড়াও বোঝানো হয় যে সমস্ত রকম পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যে তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ভাবে প্রভাবিত হয় আত্মোন্নতির সাথে। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এই আশ্রমটি রূপ দেওয়ার ওপর একটি ভিডিও দেখানো হয় ও তারপরে কবীরের জীবনের ওপর নাটক প্রস্তুত করা হয়। ২৬শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলন, সমাপ্তি সূচক বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে আদান – প্রদান ও পরবর্তী এরকম কার্যক্রমের ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া হয়।

কোলার আশ্রম পরিদর্শন, কর্ণাটকা

২১ জন যুবা বানাশঙ্করি আশ্রম থেকে কোলার আশ্রমের দিকে ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রওনা হয়। ব্যাঙ্গালোর দল ছাড়াও আরও দশজনের দল কোলার আশ্রম থেকে এবং একটি দল কুপ্পাম আশ্রম থেকে একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

আইস ব্রেকার খেলা হওয়ার পরে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে আশ্রমের বিষয়ে প্রশ্নের দ্বারা শব্দচয়ন ধাঁধাঁ শুরু করা হয়। লক্ষ্যের ওপর একটি আত্মবিশ্লেষণ পর্ব এবং তারপরে এক আলোচনায় যুবাদের লক্ষ্যের প্রতি তাদের পুনঃ সংস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করা হয়। এছাড়াও সংক্ষিপ্তভাবে বিঝানো হয় অভ্যাস শুরু করার পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষভাবে কমলেশজীর দেওয়া চারটি পরামর্শ সম্প্রতি যা তিনি দিয়েছেন। এরপরে মূল্যবান অনুসন্ধান পর্বে (Treasure hunt) প্রত্যেককে মিশনের বিষয় সমূহ জানার জন্য বলা হয়। যাতে প্রত্যেকে এগিয়ে যেতে পারে। মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সকলে ব্যাঙ্গালোরের পথে খুশী মনে পাড়ি দেয় সাথে নিয়ে যায় স্থানীয় অভ্যাসীদের আপ্যায়নে আশ্রমের সুখ অনুভূতি।

শীতকালীন শিবির– আহমেদাবাদ, গুজরাট

২৪শে জানুয়ারী তিনদিনের একটি শিশু শিবির আদালাজ যোগাশ্রম, আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয় । ২৪ তারিখে শিবির শুরু হয় স্বাগত ভাষণ দিয়ে যাতে 'খুশী' নামের এক খেলার ছলে শিশুরা নিজেদের পরিচয় দেয় এবং তার মধ্যে দিয়ে একবার্তা দেওয়া হয় ' অন্যদের সুখী করার সাথে নিজের সুখ পাওয়া ।' এরপরে শিশুদেরকে শেখানো হয় কেমন ভাবে পেঁয়াজের কন্দ রোপণ করা হয় । একটি প্রশ্নমালা পর্ব এবং নরম দক্ষতা(Soft skill) একটি শিক্ষাপর্ব অনুষ্ঠিত হয় । আত্ম রক্ষা, স্বাস্থ্য সম্মত আহার এবং সুস্থ থাকার বিষয় সমূহ নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয় । নৈশভোজের পর শিশুরা গান ও নাচের মাধ্যমে অগ্ন্যৎসব পালন করে । পরের দিন শিশুদেরকে নিয়ে বিক্রম সারাভাই কমিউনিটি সেন্টার নিয়ে যাওয়া হয় । সন্ধ্যেবেলা শিশুরা আশ্রমে ফিরে আসার পরে একটি সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার অনুষ্ঠান করে । ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস মহা উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করা হয় । পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং দেশাত্মবোধক গান ও খেলাধূলা চূড়ান্ত হয় পুরস্কার বিতরণের সাথে । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শিবির সমাপ্ত হয় । শিশুরা সকলে নতুন বন্ধুবান্ধবের সাথে মিলিত হয়, নতুন নতুন জিনিস শেখে, নিজেদের প্রতিভার প্রদর্শন করে এবং খুব আনন্দ ও মজা করে ।

কলকাতায়, বার্ষিক দিবস উৎসব

কলকাতার বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম চারিজী মহারাজ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে উদ্বোধন করেন । অনেক বছর ধরে কেন্দ্রটি এই দিনটিকে উপস্থাপনা দিবস হিসেবে খেলাধূলা ও অন্যান্য বিনোদনের মাধ্যমে বিশেষত শিশুদেরকে নিয়ে উদযাপন করা হয় । এ বছর ১৮ই জানুয়ারীতে উদযাপন করা হয় ।

শিশু ও যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকরা সুপরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ৩২ রকমের ক্রীড়াসূচী দিয়ে বিভিন্ন বয়সের সকলকে নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে । যুবা ও বয়স্ক সকলে বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করে । বিশেষতঃ বয়স্ক অভ্যাসীরা বিভিন্ন খেলাধূলা যেখানে দৌঁড়াতে হয় না তাতে অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করে । বেশীর ভাগ ক্রীড়াসূচী পরিকল্পিত ও সুনিশ্চিত ভাবে উপস্থাপিত করা হয় যাতে মূল্যবোধ ও কাঙ্খিত উৎকর্ষতার ছাপ থাকে এবং অভ্যাসীদের এ সমস্ত খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ মাধ্যমে সাধনার উপলব্ধি বজায় থাকে । সারা দিনটা সকলকে আশ্রমে দিব্য অনুভূতির পরিবেশে থাকার সুযোগ করে দেয় । ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহময় পরিবেশের মাধ্যমে প্রত্যেকে একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করে যাতে সকলে তার প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে পারে ।

আঞ্চলিক সভা, হরিয়াণা

৮ই ফেব্রুয়ারি ডঃ এন্ মন্ডল (আঞ্চলিক, অধিকর্তা,ZIC- জোন ২১) সোনেপত আশ্রমে এক আঞ্চলিক সভার আহ্বান করেন । এই সভায় ৩৭ জন প্রিফেক্ট, সহযোগী, সেচ্ছাসেবক এবং হরিয়াণার বিভিন্ন কেন্দ্র অধিকর্তা এতে অংশগ্রহণ করে । ZIC এবং সমন্বয়কারী ও প্রিফেক্টরা নির্দিষ্ট বিষয় সমূহ বিশেষ ভাবে তাদের কেন্দ্র/অঞ্চল গুলির কাজের খতিয়ান সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে ও সঙ্গে জানায় যে ২০১৪ সালে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় । উপস্থিত অভ্যাসী সব ভাই–বোনেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় এ কথা জেনে যে গুরুদেব পানিপথ ও রোহটাকে আশ্রম তৈরীর সুযোগ সুবিধার অনুমোদন দিয়েছেন এবং কিছুদিনের মধ্যে আশ্রম তৈরীর কাজ শুরু হবে । প্রত্যেক জায়গার যে সমস্ত সমস্যা ও বাধা রয়েছে তা কি ভাবে দূর করা যায় এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা সম্পর্ক আলোচনা হয় । ৩৭ জন অংশগ্রহণ কারী প্রত্যেকে তাদের মতামত পুর্ণনিবেশ এবং বিগত বৎসরের কার্য্যাদি পেশ করে । পরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ইউ–কানেক্টের কাজগুলি উপস্থাপনা করা হয় ।

নতুন টুকরো খবর

জয়পুর, তেলেঙ্গনা

গত ১০ এবং ১১ই জানুয়ারীতে, ৩৫ জন অভ্যাসী দুই দিনের ব্যাপী আত্মদর্শনের অনুষ্ঠানে জয়পুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটির বিষয় ছিল তাঁর দৃষ্টিকোনে অংশগ্রহণ এবং সেদিকে যেমনভাবে পরিপূরণ করা যায়। গুরুদেবের সাম্প্রতিক ভাষণের থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। সহযোগীরাও তাদের অভিজ্ঞতা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি মানাপাক্কামে সর্বভারতীয় যুবা সেমিনারের মাধ্যমে শোনান।

চিক্মাগালুরু, কর্ণাটক

রবিবার, ১১ই জানুয়ারীতে একটি অভ্যাসী পরিবারের মিলন চিক্মাগালুরু কেন্দ্রে আয়োজিত হয়। তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বরাবর সমস্ত অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং মহান উদ্যমের সঙ্গে একটি খেলায় অংশ নেয়। বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তিরুপুর, তামিলনাড়ু

২৫ শে জানুয়ারী দশ সূত্রের উপর একদিনের অনুষ্ঠান চেট্টিপালায়াম আশ্রমে হিন্দিতে পরিচালনা করা হয়। এতে ৪৭ জন অভ্যাসী উপস্থিত হন। এই অনুষ্ঠানটি ইংরেজীতে ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারীতে পরিচালনা করা হয় এবং তিরুপুর থেকে ৫৭ জন অভ্যাসী উপস্থিত হন। প্রত্যেকটি সূত্রের বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হয়। প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রশ্ন ও উত্তর এবং একে ওপরের মধ্যে অভিজ্ঞতা ভাগ করা হয়। এই অধিবেশণগুলির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের দশ সূত্রের ওপর ওঠা শঙ্কাগুলির নিষ্পত্তি করা হয়।

গুলবর্গা, উত্তর কর্ণাটকা

১৩ই জানুয়ারী আপ্পা পাবলিক স্কুলে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। এটি আমাদের সমাজের যুবদলের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য একটি সচেতনতা তৈরী করার একটি প্রয়াস এবং এই বিষয়টিকে নিয়ে একটি নাটকে রূপান্তরিত করা হয়। ডঃ গজেন্দ্র সিং, (ZIC, Zone 4A)–র কর্মকর্তা এবং ভাই শ্রীকান্ত জোশীকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়। ডঃ গজেন্দ্র সিং যুবাদেরকে জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে তাদের হৃদয়কে অনুসরণ করার কথা বলেন কারণ হৃদয় হল জীবনের ভালবাসা এবং অনুপ্রেরণার উৎস। ২০০ ছাত্রেরও বেশী সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করেন।

ওপেন হাউস সভা

সিরসি, উত্তর কর্ণাটক: ২৪শে জানুয়ারী ফরেষ্ট কলেজে একটি অধিবেশণের পরিচালনা করা হয় এবং কলেজের কর্মীদল এবং ছাত্রদের নিয়ে ৫০ জন প্রার্থী উপস্থিত হয় এর মধ্যে থেকে ২১ জন প্রার্থী প্রথম দিনেই প্রাণাহুতি নেন। ২৬ শে জানুয়ারী উদ্যান পালন–বিদ্যা (Horticulture) কলেজে অনুষ্ঠানের সময়, ১৬ জন প্রার্থী অভ্যাস শুরু করার সম্মতি প্রকাশ করেন।

খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ: ২৫শে জানুয়ারী অধিবেশণের উপস্থিত ৬০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০ জন তাদের সহজ মার্গের অনুশীলন শুরু করার আগ্রহ শুরু করেন।

মূল্যভিত্তিক শিক্ষার কর্মসূচী

একটি পূর্ণগঠন মূল্যভিত্তিক শিক্ষার কর্মসূচী প্রায় ৮টি কেন্দ্রে এবং ১৫টি স্কুলে ২০১৪–২০১৫ সালে শিক্ষাবর্ষের জন্য SHPT দ্বারা পরিচালিত হয়। অভিজ্ঞতা ছিল বেশ উদ্দেপক যেখানে আরও কেন্দ্র এবং স্থলে আগামী বৎসরের পাঠ্যক্রম তৈরী করা শুরু করে। এই পাঠ্যক্রমটি আরও উন্নত মানের তৈরী করা হবে প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং সমস্ত অংশগ্রহণ কারীকে কেন্দ্র পর্যাপ্ত পরিমানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আপনার এলাকাতে মূল্যভিত্তিক শিক্ষায় স্বেচ্ছায় অবদান করতে এবং অংশগ্রহণ করার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দেখুন : http// www.sahajmarg.org/resources/programs/values-education.

ত্রিচি কেন্দ্র, তামিলনাড়ু

শিক্ষাবর্ষ ২০১৪ –১৫ সালের এই সময় উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রী শিবানন্দ বালালায়া স্কুলে একটি কর্মসূচীর পরিচালনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ৩রা জুন একটি পরিচায়ক কর্মসূচীর দ্বারা, এটি প্রধান ও কার্যক্রম, গল্প এবং ভিডিও ক্লিপ–এর ভিত্তিতে করেছেন। যেহেতু ছাত্ররা একটা উদ্যমের সঙ্গে ক্লাসে উপস্থিত হয়। অন্তর্দর্শনের অধিবেশনগুলি ভালভাবে জীবনের দক্ষতা বুঝতে উত্তর শিশু এবং শিক্ষকদের সাহায্য করে। সহযোগীদেরও চরিত্র গঠনের উপরে শিশুদের সাথে একটি বিরাট অভিজ্ঞতা হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে ছাত্র ও শিক্ষক এই অধিবেশনের পরে অত্যন্ত খুশী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করেন এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য এই বিষয় নিতে প্রস্তুত উপর পর্যবসিত।

নতুন প্রকাশনা

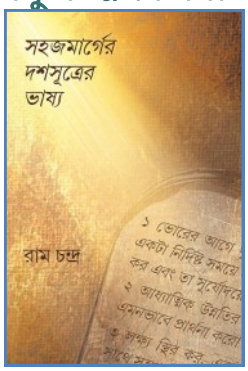

Commentary on Ten Maxims
Bengali

Commentary on Ten Maxims &
Efficacy of Raja Yoga
Russian - Audiobook

Whispers from the Brighter World
Spanish - Audiobook

Whispers from the Brighter World - A Fifth Revelation
French

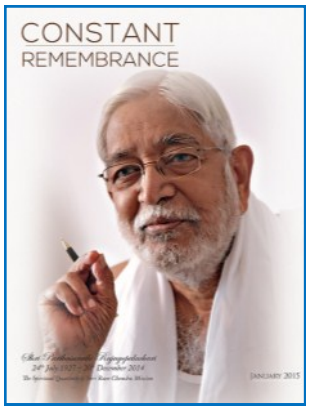

কনস্ট্যান্ট রিমেম্বরেন্স – ইংরেজী

এই জানুয়ারীতে সংস্করণ হল একটি বিশেষ সংস্করণ যাতে আমাদের গুরুদেব চারিজীর মহারাজের জীবন ও কর্ম সূত্রপাত করা হয়। সমস্ত সদস্যরা এই সংস্করণের একটি পুস্তক পাবে এছাড়া আরও পুস্তক পাওয়া যাবে বিক্রয়ের জন্য বই স্টলে এবং করপ্যাস বিভাগে।

ঘোষণা

পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্ম দিবস লখনৌ,ইউ.পি ভারতে ২৯শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের প্রিয় গুরু চারিজী মহারাজের জন্ম দিবস থিরুভল্লুর, তামিলনাড়ু, ভারতে ২৩শে জুলাই থেকে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন

ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

লায়া যোগা আশ্রম, বারানসী, উত্তরপ্রদেশ

প্রকাশ কেন্দ্র

১৯৮৯ সাল থেকে রবিবারের সৎসঙ্গ বারাণসীতে শুরু হয় । ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সৎসঙ্গের স্থান পরিবর্তন হতে থাকে যতক্ষণ না একটি অস্থায়ী সাধনা কক্ষ আশ্রমের জমির উপর তৈরী হয় ।

আশ্রমের উত্থান

সাল ২০০১, গুরুদেব তাঁর দিল্লী সফরে (CIC) ডাঃ প্রসুন্না কুমার সারনাথে একটি পৃথক জমি দেখার জন্য জিজ্ঞাস করেন । ৫ই জুলাই ২০০১ সালে, CIC ডাঃ প্রসুন্না কুমার ৫,৪৩৮ বর্গফুট পরিমাণে এক টুকরো জমি শ্রী রামচন্দ্র মিশনের নামে নিবন্ধিত করেন । গুরুদেব ১৬ই ডিসেম্বর ২০০১ সালে বারাণসী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন এরপর উনি একটি অস্থায়ী ধ্যানকক্ষের উদ্বোধনও করেন । ২০০৫ সালে, গুরুদেব একটি নতুন ধ্যানক্ষের নির্মাণের জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে তিনি শিলা ভিত্তিস্থাপন করেন ।

এই আশ্রমের বিন্যাস–এর জন্য অনুমোদন পেতে এবং অহবিল বাড়াতে আরও চার বছর লাগে । নতুন ধ্যানকক্ষের নির্মাণ ভ্রাঃ ইউ.এস. বাজপেয়ী উপস্থিতিতে পূরণ হয় ২রা নভেম্বর ২০০৯ সালে । অষ্টকোনী আকৃতি ধ্যান কক্ষ এবং টিলাতে পদ্ম নির্মাণ শেষ হয় ২০১১–র মে মাসে । ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ গুরুদেব ভিডিও লিংকের মাধ্যমে চেন্নাই থেকে সাধনা কক্ষটি উদযাপন করলেন । প্রায় ১০০০ অভ্যাসী এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ।

> "সহজ মার্গ হল ভালবাসার পথ । আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এই জায়গা ব্যবহার করা উচিত । সহজমার্গে ঘৃণা জন্য জায়গা নেই ।"
>
> পার্থসারথী রাজগোপালাচারী,
> ৪ঠা ডিসেম্বর২০১১, চেন্নাই

ক্রিয়াকলাপ

আঞ্চলিক স্তরের যুব কর্মশালা, VBSE কর্মশালা, GITP সভা ইত্যাদি এই আশ্রমের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে । গত দশ বছর ধরে প্রবন্ধ রচনার অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয় ।

বর্তমানে কেন্দ্রে ১,৩৫২ জন অভ্যাসী আছে এবং রবিবার সৎসঙ্গে নিয়মিত অভ্যাসী সংখ্যা হল ৩২৫ জন ।

আশ্রমের মধ্যে অন্যান্য উপলব্ধ সুবিধা হল ডাইনিং হল, গুরুদেবের অফিস/অতিথি সুইট (Guest suite), গ্রন্থাগার, আই টি রুম, হিসাবের দপ্তর, GITP প্রশিক্ষণ রুম, আশ্রমের দপ্তর, যৌথ আস্তানা, একটি বাগান, শিশু সেন্টার এবং তত্ত্বাবধায়কের রুম ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2015 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.